দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ছয় বছরেও হয়নি চবির আইইআর বিভাগের ল্যাব ও সেমিনার

১৮ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

■ .মোস্তফা রনি, চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর) বিভাগ চালু হওয়ার ছয় বছর পার হলেও নির্মাণ করা হয়নি ল্যাব ও সেমিনারের স্থান। ল্যাব ও সেমিনারসহ পর্যাপ্ত ক্লাসরুম ও শৌচাগার না থাকায় গত বছরের ১২ জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন করে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তখন আন্দোলনকৃত শিক্ষার্থীদের সামনে সমাধানের আশ্বাস দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ওইসময় তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। তবে উপাচার্যের আশ্বাস ও তদন্ত কমিটির ৬ মাস পার হলেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীনে এই ইনস্টিটিউট চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদে মূল ভবনটিতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ক্লাস করতে হতো শিক্ষার্থীদের। কলেজের সাথে ইনস্টিটিউট ক্লাস করায় একাডেমিক কার্যক্রমে বিলম্ব দেখা দেয়।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের পাশে নতুন করে আইন অনুষদ ভবন প্রতিষ্ঠার পর পুরাতন আইন অনুষদের ভবনটি ইনস্টিটিউটকে বরাদ্দ দেয় কর্তৃপক্ষ। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম, শৌচাগার, ডিবেটিং ক্লাসের সুবিধা পেত। কিন্তু ১০ জুলাই দু'তলা ভবনের নিচতলা বিএনসিসিকে নতুন করে বরাদ্দ দেয় কর্তৃপক্ষ। ফলে আবারও নতুন করে একাডেমিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, ল্যাব না থাকায় বিজ্ঞান অনুষদে গিয়ে আমাদের ল্যাব করতে হয়। আমাদের সমস্যাগুলো রেখেই ভবনটির নিচতলা বিএনসিসিকে বরাদ্দ দেওয়া প্রশাসনের বিরূপ আচরণ। এছাড়াও কলেজের সাথে ভাগাভাগি করে সেমিনারে বসতে হয়।

এদিকে ইনস্টিটিউটের বেশ কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এমনিতেই শিক্ষকদের বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অপরদিকে বিএনসিসিকে নতুন করে বরাদ্দ দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও ল্যাব ও সেমিনার না থাকায় শিক্ষার্থীদেরকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এ বিষয়ে ইনস্টিটিউটের পরিচালক এম এ শাহেনশাহ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ক্লাস করতো। পরে আইন অনুষদের পুরাতন ভবনটি আমাদের দেওয়া হয়েছিল। এসময় আমরা ল্যাব ও সেমিনার করার জন্য দুটি রুম ঠিক করেছিলাম। কিন্তু পরে আবার কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওই ভবনটির নীচতলা বিএনসিসিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে আমরা একটি ছোট ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করবো। এদিকে উপাচার্যের আশ্বাস ও তদন্ত কমিটির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভিসি স্যার যে আশ্বাস দিয়েছিল তার কোনো সুফল আমরা এখনো পাইনি। এছাড়াও তদন্ত কমিটির বিষয়ে কোনো ধরনের রিপোর্ট আমাদের কাছে আসেনি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে একটি আন্দোলন করেছিল সে সময় আমি তাদের একটি আশ্বাসও দিয়েছিলাম। সেই আশ্বাস অনুযায়ী কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখানে বড় ধরনের ফান্ডের বিষয় থাকায় কিছু সময় লাগবে। এছাড়াও কম্পিউটার ল্যাবের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত